# অবাক জলপান

সুকুমার রায়

## রাজপথ

*(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ - পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি-উসকো-খুসকো চুল - শ্রান্ত চেহারা )*

**পথিক** । নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না । সেই

সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনো প্রায় এক ঘন্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে ? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে ! পথেও তো লোকজন দেখছি নে ! ঐ একজন আসছে ! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

*(ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ)*

**পথিক** । মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন ?

**ঝুড়িওয়ালা** । জলপাই ? জলপাই এখন কোথায় পাবেন ? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি ।

**পথিক** । না, না, আমি তা বলি নি —

**ঝুড়িওয়ালা** । না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কি না। তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলাম।

**পথিক** । না হে, জলপাই চাচ্ছি নে ।

**ঝুড়িওয়ালা** । চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব', 'কোথায় পাব' করছেন কেন ? খামকা এরকম করবার মানে কি ?

**পথিক** । আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি জল চাচ্ছিলাম ।

**ঝুড়িওয়ালা** । জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয় – 'জলপাই' বলবার দরকার কি ? জল আর জলপাই কি এক হলো ? আলু আর আলুবোখরা কি সমান ? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই ? বরকে কি বরকন্দাজ বলেন ? চাল কিনতে গেলে কি আর চালতার খোঁজ

করেন ?

**পথিক** । ঘাট হয়েছে মশাই । আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে ।

**ঝুড়িওয়ালা** । অন্যায় তো হয়েছেই । দেখছেন ঝুঁড়ি নিয়ে যাচ্ছি । তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন ? ঝুড়িতে করে কি জল নেয় ? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয় ।

**পথিক** । দেখলে ! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে । যাক্ ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি ।

***( লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ )***

**বৃদ্ধ** । কে ও, গোপাল নাকি ?

**পথিক** । আজ্ঞে না, আমি পূব - গাঁয়ের লোক, একটু জলের খোঁজ করছিলুম ।

**বৃদ্ধ** । বল কি হে ? পূর্ব - গাঁ ছেড়ে এখানে জলের খোঁজ করতে ? হাঃ হাঃ ।

তা, যাই বল বাপু, এমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না । খাসা জল, তোফা জল, চমৎকার জল ।

**পথিক** । আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে ।

**বৃদ্ধ** । তা তো পাবেই । ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায় । তেমন জল তো খাওনি কখনো ! বলি, ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনো দিন ?

**পথিক** । আজ্ঞে না, তা খাই নি ।

**বৃদ্ধ** । খাও নি ? আঃ, ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামার বাড়ি – আদত জলের জায়গা । সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায় । কত জল খেলাম – কলের জল, নদী জল, ঝরণার জল, পুকুরের জল – কিন্তু মামা বাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা – ঠিক যেন কেওড়া দেওয়া শরবত ।

**পথিক** । তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন । আপতত এই তেষ্টার সময় যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে ।

**বৃদ্ধা** । তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ের বসে খেলেই পারতে, পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার কি দরকার ছিল ? যা হয় একটা হলেই হল, ও আবার কি রকম কথা ?

আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেয়ো না — ব্যস, গাঁয়ের পরে নিন্দে করবার দরকার কি ? আমি ও রকম ভাল বাসিনে হ্যাঁ.....

*[ রাগে গজগজ করতে করতে প্রস্থান ]*

*[ পাশের বাড়ির জানালা খুলে আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ আগমণ ]*

**বৃদ্ধ** । কি হে ? এত তর্কাতর্কি কিসের ?

**পথিক** । আজ্ঞে না, তর্ক নয় । আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না, কেবলই সাত-পাঁচ গল্প করতে লেগেছেন । তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির ।

**বৃদ্ধ** । আরে দূর দূর ! তুমিও যেমন ! জিগ্যেস করবার আর লোক পাওনি ? ও মুখ্যটা কি বললে তোমায় ?

**পথিক** । কি জানি মশাই, জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, কলের জল, মামা বাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে ।

**বৃদ্ধ** । হুঁ, ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি । তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে । ভারি তো ফর্দ করেছেন ! ও যদি পাঁচটা জল বলে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব ।

**পথিক** । আজ্ঞে হ্যাঁ । কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল —

**বৃদ্ধ** । কি বলছ ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা শুনে যাও। বৃষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে মেঘে

জল, আহ্লাদে গলে জ-ল,গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিলে যেন জ-ল, কটা হল ?

গোননি বুঝি ?

**পথিক** । না মশাই, গুনিনি, আমার আর খেয়েদেয় কাজ নেই ।

**বৃদ্ধ** । তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো ? যাও, মেলা বকিও না । একেবারে অপদার্থের একশেষ ।

*[ সশব্দে জানলা বন্ধ করলেন ]*

**পথিক** । নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই । এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুর-টুকুর পাই কিনা ! .....

*[ যবনিকা ]*

**জেনে রাখো**

| | | |
|---|---|---|
| **প্রবেশ** | — | ঢোকা |
| **প্রস্থান** | — | চলে যাওয়া |
| **বৃদ্ধ** | — | বুড়ো |
| **অপদার্থ** | — | অযোগ্য |
| **আপাতত** | — | এখনকার মতো |
| **পথিক** | — | পথে যে চলে |
| **ক্রোশ** | — | দূরত্ব মাপার এক ধরনের মাপ |
| **বিবেচনা** | — | ভেবে দেখা |

## পাঠ পরিচয়

পথিক জল তেষ্টায় কাতর হয়ে গ্রামবাসীদের কাছে জল চায়, তারা জলতো দিলই না উল্টে তাকে নাজেহাল করে তুলল। পথিকের কষ্টটুকু কেউ বোঝবার চেষ্টা করল না। জেনে রেখো, এটি একটি নাটক । নাটক যিনি লেখেন তাঁকে নাট্যকার বলা হয়।

## পাঠবোধ

**1. স্তম্ভ 'ক' এর বাক্যের সঙ্গে স্তম্ভ 'খ' এর সঠিক অংশটি মিলিয়ে নিচে লেখো**

| ক | খ |
|---|---|
| সেই সকাল থেকে আসছি | হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। |
| কাঁচা আম চান | কি আর চালতার খোঁজ করেন ? |
| বেশি চ্যাঁচাতে গেলে | এখন ও এক ঘন্টার পথ বাকি। |
| চাল কিনতে গেলে | তো দিতে পারি। |

**2. নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো**

যেমন — জল থেকে জলপাই

(ক) মাছ — (খ) চাল —

(গ) আলু — (ঘ) বর —

**সংক্ষেপে লেখো**

3. পথিক কেন জল চেয়ে ছিল ?
4. প্রথম বৃদ্ধটি পথিককে কোথাকার জলের কথা বলল ?
5. পথিক শেষ পর্যন্ত জল পেয়েছিল কি ?

## বিস্তারিতভাবে লেখো

6. এই নাটকের নাট্যকার কে ? নাটকের বিষয়টি নিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো ।
7. দ্বিতীয় বৃদ্ধটি কী জলের কথা বলেছিল ?
8. পথিক অবশেষে জল তেষ্টা মেটাবার জন্য কোথায় গেল ?

## ব্যাকরণ ও নির্মিতি

### 1. বিপরীত শব্দ লেখো

| | |
|---|---|
| আগা | সোজা |
| ছোটো | ওঠা |
| ভাই | উঁচু |

### 2. বাক্য তৈরি করো

| | |
|---|---|
| জলপাই | গেরস্ত |
| কাঁচা আম | মগজ |
| চালতা | উসকো-খুসকো |

### 3. রা, গুলি, গণ ইত্যাদি যোগ করে শব্দ তৈরি করো

যেমন — পথিক (এক) পথিকেরা (অনেক)

| | | |
|---|---|---|
| লোক | দরজা | লাঠি |
| বুড়ো | মাছ | নদী |
| বৃদ্ধ | ঝুড়ি | পুকুর |

4. জেনে নাও কোনরকম কাজ করার অর্থ বোঝানো হলে তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন — আমি বিদ্যালয়ে যাই ।

আমার বিদ্যালয়ে যাওয়া অর্থাৎ কাজ বোঝাচ্ছে, এটি ক্রিয়াপদ। এইরকম ভাবে নিচে দেওয়া বাক্যগুলি থেকে ক্রিয়াপদ বেছে লেখো —

(ক) কাঁচা আম দিতে পারি।

(খ) অনেক লোকজন আসছে।

(গ) ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি।

(ঘ) সকলেই দুপুর বেলায় ঘুমোচ্ছে।

(ঙ) ছাতা মাথায় এক পথিক এলো।